প্রফুল্ল পিকচার্স
কলিকাতা
Turab

সখের শ্রমিক

প্রফুল্ল পিকচার্স
২০ নং নন্দন রোড, কলিকাতা

সখের শ্রমিক

প্রযোজনা—প্রফুল্ল ঘোষ

শিল্পী-পরিচয়

কথা, কাহিনী ও সঙ্গীত—
কেশব গুপ্ত এম, এ, বি-এল

কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ
(বিশ্ব-ভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

প্রধান চিত্র-শিল্পী—
ডব্লিউ মায়ার বার্গেণ্ট
সহকারী—বীরেন কুশারী
প্রভাত বোস

প্রধান শব্দ-যন্ত্রী—
ডগ্‌লাস ওয়ালটারস্
সহকারী—জয়ন্ত সেন
বকু বোস
অতুল দত্ত

সুর—
ডাঃ সুধামাধব সেনগুপ্ত

আবাহ সঙ্গীত—
রবি রায় চৌধুরী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
নির্ম্মল গোস্বামী
সহকারী—বিজলী মুখার্জ্জী

ব্যবস্থাপনা—
হরিচরণ ব্যানার্জ্জী

সম্পাদনা—
অতুল নাগ

দৃশ্য-সজ্জা—
দিলীপ সিং

রূপ-সজ্জা—
গুণী চ্যাটার্জ্জী

আলোক-সম্পাতকারী—
কার্ত্তিক পাল
প্রভাত কুমার ঘোষ
সুবোধ ভট্টাচার্য্য

প্রফুল্ল পিকচার্স ঃঃ কলিকাতা

চরিত্র-পরিচয়

মিঃ বটব্যল—পেন্সন-প্রাপ্ত সব্‌জজ	... ...	**ভাস্কর দেব (এঃ)**
মিসেস বটব্যল—ঐ পত্নী	... ...	**দেববালা**
সন্ধ্যা " কন্যা	... ...	**অরুণা**
শান্তি " পুত্র	... ...	মাষ্টার সুনীল চৌধুরী
অধর " ভৃত্য	... ...	পুলিন চক্রবর্ত্তী
ভূপতি চৌধুরী—বিণ্টুপুরের জমিদার	... ...	**সত্যধন ঘোষাল**
শ্রদ্ধামতী " পত্নী	... ...	কমলা
নন্দদুলাল " পুত্র	... ...	**সমর ঘোষ**
রামচরণ " ভৃত্য	... ...	অতুলচন্দ্র পাল (মাষ্টার)
সৈরভী " দাসী	... ...	উষা

নন্দর হোষ্টেল বন্ধুগণ—

অরুণকিরণ	... ...	**ভানু রায় (এঃ)**
মন্দিরমঙ্গল	... ...	**সানু গোঁসাই**
বিশ্ববিজয়	... ...	**বোকেন বোস (এঃ)**
নলিনীকান্ত	... ...	বিজলী মুখার্জ্জী
অম্বিকাচরণ	... ...	সুশীল ভট্টাচার্য্য
লালমোহন	... ...	পশুপতি ব্যানার্জ্জি
বিজনকুমার	... ...	রাসু বোস
ময়ূখ মালী	... ...	ওঙ্কার রায় চৌধুরী

স্বয়ংকন্যা সভার সভ্যবৃন্দা—

নৃত্যশীলা শ্রীমতী প্রজাপতি দেবী	... ...	অণিমা
গীতমঞ্জুরী " গীতা দেবী	... ...	অপর্ণা
রন্ধন-পটিয়সী " বিষ্ণুরমা দেবী	... ...	ধীরা
কাব্য-রসিকা " মৃদুলা দেবী	... ...	নন্দরাণী
বি,এ ক্যাণ্টাব " উল্কা দেবী	... ...	তড়িতা

কাবুলীদ্বয়—বঙ্কিম সরকার ও প্রদোষকুমার বসু
পথিকত্রয়—প্রাণকৃষ্ণ দাস, সুধীন সেন ও ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
নেপথ্য-সঙ্গীত—**ডাঃ সুধামাধব সেন গুপ্ত ও সুখেন্দু গোস্বামী**

শীঘ্রই আসিতেছে

কাহিনী

চুরুটিকা-ধূম্র সাক্ষী করিয়া হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ‘বিবাহ-বারণ সমিতির’ এক সান্ধ্য অধিবেশনে স্থির হইল—বিবাহ কদাপি নয়—No—Never—না !

নন্দ ঐ সমিতির একজন সভ্য। তাহারা সাত পুরুষে জমিদার। তদুপরি বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তথাপি সে দলে ভিড়িয়া এবম্বিধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল !

তখন কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে মহা হৈ চৈ ! শিক্ষিত যুবকেরা নাকি য়ুনিভার্সিটি নামক সরকারী কারখানার ডিপ্লোমা ইত্যাদি ডাষ্টবিন্ নামক সুরম্য আধারে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রিক্সা টানিতেছে, কুলীর কাজ করিতেছে, সেলাই ক্রুশ হাঁকিতেছে। কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতামাতারা ভাবিয়া আকুল—ভবিষ্যৎ কি ?

পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ্ মিঃ বটব্যালের বালিগঞ্জস্থিত আবাসেও একদিন এই আলোচনার ঢেউ গিয়া পৌছিল। গৃহিণী মিসেস বটব্যাল নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন—কালে কালে আরও কত দেখবো—

কিন্তু কন্যা সন্ধ্যা প্রতিবাদ করিয়া কহিল—"এ তোমার অন্যায় মা! ওঁরা শিক্ষিত কুলী। শ্রমিকদের সম্ভ্রম বাড়ানোর জন্যই ওঁরা মোট বন, জুতো বুরুশ করেন, আরও কত করেন ...ওরাই প্রকৃত দেশহিতৈষী—নয় কি বাবা?"

সংবাদপত্র হইতে দৃষ্টি তুলিয়া, মিঃ বটব্যাল কহিলেন—"তা হবে—"

সমস্ত কলিকাতা চষিয়া একটা গাঢ় ছাই রংয়ের 'স্পোর্টিং সার্ট' না পাইয়া নন্দ হগ্ সাহেবের বাজারে গিয়াছিল। স-কন্যা মিঃ বটব্যালও ঐ দিন মার্কেটে বাহির হইয়াছিলেন। হোসিয়ারী রেঞ্জের এক দোকানে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ। মহিলা দেখিয়া নন্দ স্থান দিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। দোকানদারও 'লেডিস্ ফার্ষ্ট' রীতি অনুসারে, নন্দকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া মিস্ বটব্যলের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হইয়া আসিল!

কিছুক্ষণের জন্য নন্দ বোধ হয় হগ সাহেবের বাজারে ছিল না, অথবা তাহার স্থূল দেহ ঠিক্ হোসিয়ারী দোকানের সম্মুখেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু মন নামক পদার্থটি কিঞ্চিৎ অতি-প্রাকৃত মার্গে বিচরণ করিতেছিল। হঠাৎ দোকানীর "এই নিন্"—সম্বোধনে চমক্ ভাঙ্গিয়া ব্যস্তভাবে হাত দুখানা বাড়াইয়া দিতেই—ও হরি! কোথা 'স্পোর্টিং সার্ট', তার পরিবর্ত্তে লেডিস্ 'স্কার্ফ' ও 'জামপার' সমেত এক গাদা ধারিওয়াল উল্!

মুহূর্ত্তের জন্য সন্ধ্যা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া হতভম্ব পিতার দিকে তাকাইল। পিতা ইসারায় কহিলেন—ব্যাপার কি মা?

ঈষৎ রাঙিয়া, অনুচ্চকণ্ঠে সন্ধ্যা পিতার কানে কানে কহিল—এঁরা বোধ হয় সেই 'কাগজের গ্রাজুয়েট কুলি বাবা······!

পারিশ্রমিক হিসাবে নন্দ দু' আনার যায়গায় একখানা রাণী মার্কা সিকি বক্‌শিষ পাইল!

চক্রাকারে 'বিবাহ-বারণ সমিতির' গুপ্ত সভা বসিয়াছে। সময় রাত্রি; বিষয় গুরুতর! নন্দ আজ তিনদি

যাবৎ অর্দ্ধাহারী, বিনিদ্র, অসুস্থ! কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় আর মোটর গাড়ীর হর্ণ শুনিলেই তাকাইয়া কি যেন খোঁজে!

ইহার অর্থ কি?

নলিনীকান্ত কহিল, তাহার সন্দেহ হইতেছে ইহা ম্যালেরিয়া জর···সুতরাং চিকিৎসা কুইনাইন্ প্রয়োগ!

অরুণকিরণ রাবিন্দ্রিক ঢংয়ে বাধা দিয়া বলিল—

"নহে নহে!"

গুরুতর ততোধিক কিছু!

মন্দিরমঙ্গল টেবিল ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল—নিশ্চয়! ইথারের স্পন্দনে অনুভূত হচ্ছে, ইহা প্রেম বিকার...···চিকিৎসা মনোবিশ্লেষণ!

নন্দকে বাঁচাইতে হইবে।

ও ছেলেমানুষ, বুঝিতেছে না কি ভীষণ বিপদ ও বরণ করিতেছে। সুতরাং বিশ্ববিজয়ের আদেশ হইল······নন্দকে 'ছায়া' করিয়া এর মূল বাহির করা হোক্!

অরুণকিরণ ও মন্দিরমঙ্গলের উপর এই 'ছায়া' করার ভার পড়িল!

নিঃসন্দেহে নন্দ আজও মার্কেটে পৌছিয়া দেখিল, বটব্যলেরা আসে নাই। তাহার সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাজারের চতুর্দ্দিকে এধার ওধার করিয়া, ক্ষুণ্ণমনে দক্ষিণ দিক্‌কার দরজাটা দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই, অন্যমনস্কতায় এক লালমুখ মেম-সাহেবের সঙ্গে তাহার ধাক্কা লাগিয়া গেল। অপ্রস্তুত মুখে জড়সড় হইয়া, তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দাঁড়াইতেই, মেম-সাহেব মিহি গলায় মিহি হাসিয়া নন্দকে অভয় দিয়া কহিলেন—Can you show me the Curio shop?

নন্দ খুসি হইয়া বলিল– Oh gladly this way please!

নন্দ পথ দেখাইয়া আগাইয়া চলিল।

কিন্তু এই দৃশ্য সন্দর্শনে অদূরে লুক্কায়িত মন্দিরমঙ্গল, অরুণকিরণের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান বদন বিবরের দিকে তাকাইয়া ক্ষোভে বলিয়া উঠিল–এই দারুণ অসহযোগিতার দিনে শেষে শ্বেতাঙ্গিনী প্রেম? ছিঃ! নন্দর আর কোন আশা নেই!

ভাববিভোর অরুণকিরণ কোন উত্তর দিল না। শুধু আচম্বিতে তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—চিনিগো চিনিগো তোমারে ওগো বিদেশিনী ?

নন্দ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখ দিয়া হাটিয়া চলিয়াছিল। হঠাৎ—"এই যে মিঃ কুলী…? সম্বোধনে লাফাইয়া উঠিয়া তাকাইয়া দেখিল, হগ্ সাহেবের বাজারে যাহা মেলে নাই, এই খানে তাহা মিলিয়াছে। একটা ইঞ্জিন বিগড়ানো গাড়ীর ভিতর হইতে সমগ্র বটব্যল পরিবার তাহার দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া। নন্দ নমস্কার করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল !

মিঃ বটব্যল বিরক্ত হইয়া জানাইলেন—যে তার নতুন সোফারটা কোন কাজের নয়, পুরোনো সোফার ছুটী নিয়ে দেশে গেছে, আসতে এখনও চার দিন বাকী ! এই নিউ ওয়ানের হাতে পড়ে গাড়ীখানা একদিন বাঁচলে হয় !

নন্দ কহিল যে, পাঁচ রকম ধান্ধা করে তার খেতে হয়, গাড়ীর কাজও একটু আধটু জানে, ইঞ্জিনটা সে একবার দেখতে পারে ?

মিঃ বটব্যল অনুমতি দিতেই, নন্দ হু' মিনিটে গাড়ীর অচল ইঞ্জিন সচল করিয়া তুলিল। মিঃ বটব্যল খুসীতে তাহার পিঠ্ চাপড়াইয়া বলিলেন—good !

সন্ধ্যা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ ওধার হইতে টপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—কু-কু আপনি গাড়ী চালাতেও পারেন ?

নন্দ ঘাড় কাৎ করিয়া জবাব দিয়া কহিল—এই কিছু…কিছু…

চার দিনের কড়ারে নন্দর চাকরী হইয়া গেল !

নন্দ অনেক রাত্রিতে হোষ্টেলে ফিরিল ! কিন্তু এদিকে যে বিবাহ-বারণ সমিতির সভ্যেরা তাহার জন্য

অভ্যর্থনার ডালি সাজাইয়া তখনও জাগিয়া বসিয়াছিল, নন্দ জানিল না। সে খুসী চিত্তে,—এমন চাঁদের আলো…মরি যদি সেও ভালো …দশ হাজার তিন শত হয় !—গাহিতে গাহিতে ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু 'সুইচ' জ্বালাইয়া কয়েক জোড়া নীরব শাণিত চক্ষুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে, কথঞ্চিৎ হতবাক্ হইয়া, ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি ?

সমস্বরে প্রশ্ন হইল……"মেমটি কে ?"

প্রথমটায় নন্দ সত্যই অবাক্ হইয়া গেল ! পরে ধীরে ধীরে বিভ্রমে আলোকপাত হইতেই, মুচকি হাসিয়া বলিল—"দেখে ফেলেছো ? কিন্তু এটা ঠিক্ বন্ধুজনোচিত হয়নি !"

সগর্জ্জনে ভাসিয়া আসিল—"ব্যাখ্যা চাই না …ঠিকানা…ঠিকানা চাই !"

"মিস্ হজ্‌পজ্ ! ১৫এ পার্ক ডিচ্"—নন্দর উত্তর হইল !

নন্দ ড্রাইভার সাজিয়া গাড়ী চালায় ! কিন্তু গৃহিণী বটব্যলের পাকা চোখ, সে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিতে পারে না ! মিসেস্ বটব্যলের কেমন যেন সন্দেহ হয়—নন্দ ঠিক ড্রাইভার জাতের নয়। অমন চেহারা আর কথাবার্ত্তা যার সে বড় লোকের ছেলে না হইয়া যায় না। একদিন তিনি কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—সত্য বলত বাবা ! তুমি কার ছেলে ?

নন্দ উপস্থিত বুদ্ধিমত একটা উত্তর দিয়া সে যাত্রা কোন রকমে ভেস্‌লিন দেওয়া মাগুর মাছের মত ফস্‌কাইয়া গেল।

ওদিকে 'বিবাহ বারণ সমিতির' সভ্যেরা নন্দের নির্দ্দেশমত ১৫এ পার্ক ডিচে তাহার প্রেয়সীর দরজায় গিয়া অগৌণে হানা দিল। কিন্তু প্রেয়সীর পরিবর্ত্তে যাহাদের দর্শন মিলিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব ! একদল দীর্ঘায়ত, দাড়িগোঁফ সমন্বিত কাবুলীওয়ালা তথাকার বাসিন্দা !

তথাপি সভ্যেরা হটিয়া যাইবার পাত্র নন। অনেক ইতস্তত করিয়া শেষা-শেষি জিজ্ঞেসা করিয়াই ফেলিল—হিঁয়াপর বিবি হ্যায়?

ব্যস! আর কিছু বলিবার আবশ্যক হইল না, পুস্তু ভাষায় সভ্যদের পরলোকগত পিতৃপুরুষদের শুভ কামনা করিয়া কাবুলিরা ভীমবেগে সভ্যদের উপর লাফাইয়া পড়িল। কোথায় গেল অম্বিকাচরণের কাছা, অরুণ-কিরণের যত্নবিন্যস্ত চাদর, মন্দিরের নস্তের কৌটা, আর লালমোহনের গাত্রলগ্ন কোট, তাহা ভগবানই জানেন। ছুটিতে ছুটিতে ডাষ্টবিনের ভিতর ঢুকিয়া তাহারা কোন রকমে আত্মরক্ষা করিল!

এদিকে নন্দর চারদিনের চাকুরীর আয়ু ফুরাইয়া গেল। বটব্যালের পুরোণো ড্রাইভার ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ বিদায়ের দিন!

বটব্যলের ছোট ছেলে শান্তি দিদির হাত ধরিয়া আসিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—"কুলীবাবু! আপনি আজ যাবেন?"

নন্দর নিজের চোখও ভিজিয়া আসিয়াছিল! তথাপি তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া কহিল—"আবার আসবো…রোজ আসবো ভাই!"

সন্ধ্যা এইবার নন্দর দিকে চহিয়া বলিল—"আপনার কি সময় হবে?—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার সাধনা সফল হোক…আয় শান্তি আমরা যাই!"

কুড়িয়ে পাওয়া সন্ধ্যার একখানি ছবি বুকে লুকাইয়া নন্দ হোষ্টেলে ফিরিল!

এই সময়ে হঠাৎ নন্দর পিতা জমিদার ভূপতিবাবু কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। হোষ্টেলে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একগাদা কুমারী মেয়ের ফটো নন্দের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"তোর মা বড্ড তাড়াতাড়ি করছে…যাকে তোর ইচ্ছে পছন্দ করে জানাস্!"

নন্দর গলায় সমুদ্র শুকাইয়া গেল। কোনরকমে তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"অন্ততঃ ল'টা আমায় পাশ করতে দিন বাবা!"

পিতা কহিলেন—"সে সব গিয়ে তোর মাকে বোঝাস্…আমি ওর মধ্যে নেই। কতকগুলি বই দেখে এসেছি, সেগুলি নিয়ে আমি পরের গাড়ীতেই যাচ্ছি…"

নন্দ ছবিগুলি লইয়া ক্ষোভে রাগে এই নির্দ্দোষী কন্যাদের উপর বিশেষণের পর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া চলিল। ওদিকে ভূপতিবাবু বইয়ের দোকানে ঢুকিয়া, এক পুরাতন বান্ধবের সাক্ষাৎ পাইলেন। অনেকদিন দেখা নাই, তিনি খুসীতে একেবারে ভরপুর হইয়া তাহাদের নিজ দেশস্থ বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী ঘোড়া পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দিয়া গেলেন!

নন্দর মনে সুখ নাই! তাহার চলার স্বচ্ছন্দগতিতে কোথায় যেন চাকা ডিরেইলড্ হইয়া গিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সে তাহার পুরোনো চার দিনের মনিব বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল!

কিন্তু নন্দর দুর্ভাগ্যে দরজায় তালা বন্ধ! বটব্যালেরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

সমস্ত কলিকাতা অকস্মাৎ নন্দর কাছে সাহারা মরুভূমির মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল! হোষ্টেলে ফিরিয়া বন্ধুদের জানাইল—বিশেষ জরুরী কাজ…আজই সে বাড়ী চলিল!

বিশ্ববিজয় ও অরুণকিরণ তাহার বাড়ীর পথে সঙ্গী হইল!

বাড়ীতে পৌছিয়া প্রথমে মায়ের ঘরে ঢুকিতে যাইতেই, কাহাদের বিস্ময়জ্ঞাপক একটি বিশেষ সম্বোধনে নন্দ রবারের মত ছিটকাইয়া উঠিল! তাকাইয়া দেখিল, তাহারি পানে আর্ত্তমুখে চাহিয়া সমগ্র বটব্যাল পরিবার!—

গান

নেপথ্য সঙ্গীত

ওরে ও মজা নদীর নেয়ে !
আলসে মাঝি ভাসাও ডিঙা রঙ্গীন পাল কাঁপায়ে ॥
ভেড়াসনে নাও বালুর চরে
যেথা ঘূর্ণী হাওয়া আকুল করে,
আলোর কূলে দুলে দুলে যারে তরী বেয়ে।
বন কেতকীর সুবাস মেশে
যুঁই চামেলীর সাথে হেসে
নাইকো সেথা মায়ার ফাঁসি
ভর-তরুণীর কুহক হাসি
শান্তি ভরা সোণার ডাঙ্গায়
যাওরে ডিঙা বেয়ে ॥

বন্ধুগণের সমবেত সঙ্গীত

(সকলে) কাহে করেঙ্গা বিয়ে !
ভেইয়া, কেঁও করেঙ্গা বিয়ে !!
বোকার মত চেলী পরে মাথায় টোপর দিয়ে।

(প্রথম দল) আদিম বৃত্তি নিত্যি নিত্যি তরুণ চিত্তে জাগে
তার মন্দিরে বাসর হবার পুরুত আসবে আগে

(সকলে) আরে ছ্যাঃ !

(প্রথম দল) গজালে প্রেম, গড়ব তুলে তবে মন্দির হিয়ে।

(সকলে) কাহে করেঙ্গাঁ বিয়ে !

(দ্বিতীয় দল) যে পরাণে প্রেমের বাতাস বহেনা সুবাস ভরা
যে আঁখিতে কনক রেখায় নাহি ফোটে ধরা
বিভোর প্রেমের নেশায় হবে মত্ত মাতাল হিয়ে
গোপন মনে প্রিয়ার সাথে আপনি হবে বিয়ে।

(সকলে) না হ'লে—কাহে করেঙ্গা বিয়ে !

(সকলে) তাইতো—নেহি করেঙ্গা বিয়ে !!

সন্ধ্যার গান

(যবে) আনমনে কহি কথা মরম সনে
কাহার অজানা সুর কহে গোপনে—
প্রেম চাহে বিনিময়—প্রণয় সে নয়
অমল চাঁদের অংশু চুমে কিশলয় ॥
নীল আকাশের থাকে
বিলায়ে আপনি রবির আলো জ্বালে
আঁধার এ ভুবনে ॥

সন্ধ্যার গান

আজি ঝিল্লি মুখরিত সাঁঝে !
গগনে পবনে নীপবনে, কত মৃদুল মধুর বাঁশী বাজে !
হুরু হুরু হাঁকে ডমরু আকাশে
বাদল মাদল বাজে
আমার হৃদয়ে তব রূপের বিজলী চমকে
ক্ষণে ক্ষণে চমকে চঞ্চল সাজে।
তুমি কোথা, কোথা বঁধু, এ মহানিশায়
এস ফিরে মনোমাঝে, সকল কাজে ॥

অম্বিকার গীত

কেন মনোবীণা বাজে নিশীথ রাতে
এল কি দুয়ারে বঁধু কুসুম হাতে।
সহসা মালিকা গাঁথি
ফিরিয়া এল যে—সাথী
নামিল বাদল মম নয়ন পাতে।
রচনা :—হীরেন্দ্রনাথ বসু।

অম্বিকা ও অরুণের গীত

জীবন সফল আজি পেখল নন্দ,
বাজারেতে মেম মুখ ইন্দু।
নীল ঘাঘরি হেরি আজানুবিলম্বিত
উথলল প্রেমক সিন্ধু।
অধরে অলক্ত রাগ শিরে শোভে টোপী
দখির পশরা শিরে যেন বাঁধাকোপী
শ্রীপদে বিলাতী জুতা
ব্লাউজে অঙ্গ সুশোভিতা
কটি তটে অপরূপ—ফিতা !
খটমট চলে বঁধু মুখ হতে ক্ষরে মধু
নন্দ পিয়ে সে সুধা বিন্দু ॥

গীত-মঞ্জুলী গীতা দেবীর গান—

কেন আঁখির পাতে এলে প্রভাতে
অরুণ-কিরণ মেখে মোরে জাগাতে।
কাজল নিশায় ছিনু স্বপন ঘোরে,
কুসুম-বীথির মাঝে মায়ার ডোরে,
বাঁধিয়া রাখিতে চির অজানা চোরে
আসিলে নিশীথ রাতে মন ভুলাতে।

অরুণ ও বিশ্ববিজয়ের গীত

(ওরে ও) কলকাতার নন্দ !
তোরই তরে কেঁদে কেঁদে হল পটল
চেরা আঁখি অন্ধ।
ঢেউয়ের তালে দুলে দুলে,
মজা নদীর কূলে কূলে,
যাও যখনি পরাণে মোর লাগে ভীষণ ধন্ধ।
তোমার প্রেমে এ জীবনটা উঠল হয়ে তীক্ষ্ণ কাঁটা
কাঁটার সাথে দিবা নিশি, মনের সাথে দ্বন্দ্ব।
ওরে ও বাবুদের নন্দ, ওরে বিল্টুপুরের নন্দ,
মুচকি হেসে আমার পানে মিটাও মনের সন্দ।

সন্ধ্যার গান

লহ লহ প্রিয় ফুলের মালিকা
আমারে তাহার সাথে।
উজাড় করিয়া প্রীতির কুসুম গাঁথা
চঞ্চল হাতে।
প্রেম-মন্দিরে পূজার ডাল
শুধু ভালবাসা রচিত মালা
কুসুম পেলব যা' দেখি স্বপনে
গেঁথেছি দিবসে রাতে।
লহ আমারে তাহার সাথে ॥

নেপথ্য সঙ্গীত

সখের শ্রমিক মোরা নইকো বেরসিক !
ট্র্যাজিক মোটেই নয় এ জীবন সিরিও কমিক !
যুগ জোয়ারে ভাসতে পারি
'সখের কুলি' সাজতে পারি
'রিওয়ার্ড' যদি পাই আমরা রোজি ব্লুমিং চিক্ !
মডার্ণ যুগের তরুণ দল সব কাজেতেই ঠিক।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ

১। আছি যেন সোণার খাঁচায়
একখানি পোষমানা প্রাণ !
এও কি বুঝাতে হয়, প্রেম যদি নাহি রয়
'হাসিয়ে বিবাহ করা' শুধু অপমান !

২। এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভালো
হাসিটুকু, কথাটুকু, নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস !
সমগ্র মানব পেতে চাস্ একি দুঃসাহস !

৩। নাহি জানি কখন কি ছলে,
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে, কুলায় প্রত্যাশি
সন্ধ্যার পাখীর মত। মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নামিয়া পড়িল ধীরে। ব্যাকুল উদাস,
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস!

৪। একি তবে সবই সত্য,
হে আমার চিরভক্ত!
'তাহার' চোখের বিজলী উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে।
এ কি সত্য?
তাহার মধুর অধর বধূর
নবলাজ সম রক্ত?
একি সত্য?

৫। মিছে তর্ক—থাক তবে থাক
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তাকি—এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা!

৬। তোমার ভ্রূকুটি ভঙ্গে, তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত
নামিল আঘাত!
পাঁজর উঠিল কেঁপে বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, আরও কিছু আছে নাকি?
আছে বাকী শেষ বজ্রপাত?
নামিল আঘাত!

৭। তুমি কি কেবল ছবি? শুধু পটে লিখা?
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই
আজ তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল!
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল!

৮। জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপনার উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।

৯। হে সম্রাট কবি
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত!

কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫নং ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

প্রফুল্ল পিকচার্সের

আগামী চিত্রাবলী

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

দানের মর্য্যাদা

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর

কালী-নাম-মদিরা-বিভোর সাধক-কাহিনী

রামপ্রসাদ

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

বৌদ্ধযুগের অপরূপ ইতিকথা

মেঘমালা